দৈনিক
খোঁজ খবর
কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলা ই- পেপার
https://khonjkhobor.in
খবরের মাঝে খবরের খোঁজে

Volume - 1 • Issue - 12 • Date : 12th Jun 2025 • বর্ষ - ১ • সংখ্যা - ১২ • তারিখ - ২৮ জ্যৈষ্ঠ • কলকাতা থেকে প্রকাশিত

মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভার ভাষণ নিয়ে বই

২০১১ থেকে ২০২৫ সালের গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতাবলী স্থান পাচ্ছে প্রকাশনায়

খোঁজখবর, কৃষ্ণ সাহা, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হতে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২০১১ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত বিধানসভায় দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ নিয়ে একটি বই প্রকাশ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই বইয়ের খসড়া প্রস্তুত হয়ে গেছে এবং মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন পেলেই তা প্রকাশ করা হবে। ইতিহাসে দ্বিতীয়: বিধানচন্দ্র রায়ের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভার ইতিহাসে এটি দ্বিতীয়বারের মতো কোনো মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ বই আকারে প্রকাশিত হতে চলেছে। এর আগে কেবল ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের ভাষণগুলিই বই আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। ডেপুটি স্পিকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় এই

উদ্যোগ প্রসঙ্গে বলেন, "প্রথম বাংলার মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর যে বক্তৃতাগুলি রয়েছে, তা শুধু বর্তমান প্রজন্মকে নয়, পরবর্তী প্রজন্মকেও উৎসাহিত করবে। গবেষণার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত সহায়ক হবে। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক জীবনমান, রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে মানুষ গভীর ধারণা লাভ করবে।" বিধানসভা গ্রন্থাগার কমিটির উদ্যোগ ডেপুটি স্পিকার আরও জানান, বইটির খসড়া তৈরি হয়ে গেছে এবং খুব শীঘ্রই তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পাঠানো হবে। মুখ্যমন্ত্রী যে

এর পর তিন পাতায়

দিঘায় জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা ও রথযাত্রার প্রস্তুতি: নবান্নে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক

খোঁজখবর, দিঘা, পূর্ব মেদিনীপুর: চলতি বছরে দিঘায় নবনির্মিত প্রভু জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রথমবারের মতো রথযাত্রা উৎসব পালন করবে। এই মেগা ইভেন্টের প্রস্তুতি নিয়ে আজ, বৃহস্পতিবার (১২ জুন), নবান্নে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডাকা হয়েছে। অন্যদিকে, আজ জৈষ্ঠ্য পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে ঐতিহ্য মেনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রভু জগন্নাথের স্নানযাত্রা উৎসব। নবান্নে রথযাত্রার প্রস্তুতি বৈঠক বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটা থেকে নবান্ন সভাগৃহে দিঘার রথযাত্রা নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে নবান্ন সূত্রে খবর। প্রশাসন মনে করছে, এই বছর দিঘায় হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হবে রথযাত্রা উৎসবে। এই বিপুল সংখ্যক ভক্তের আগমনকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা, ভিড় নিয়ন্ত্রণ

এবং অন্যান্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে বৈঠকে। রাজ্য পুলিশের শীর্ষ কর্তা, রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের পাশাপাশি ইসকনের প্রতিনিধিরাও এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও

এর পর চার পাতায়

নারী সুরক্ষা ও পাচার রুখতে বৈঠক IGP কল্লোল গুনাই ও ন্যাশনাল অ্যান্টি ট্রাফিকিং চেয়ারম্যান জিন্নার আলীর

খোঁজখবর, কৃষ্ণ সাহা, কলকাতা:- ভবানী ভবনে অনুষ্ঠিত হলো এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক—নারী সুরক্ষা, পাচার রোধ ও পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে। এই বৈঠকে মুখোমুখি হন রাজ্য পুলিশের আইজিপি (ওয়েলফেয়ার) কল্লোল গুনাই এবং ন্যাশনাল অ্যান্টি ট্রাফিকিং কমিটির চেয়ারম্যান জিন্নার আলী।

বৈঠকে মূলত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয়— ১. নারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পুলিশের ভূমিকা আরও জোরদার করা। ২. বিদেশে কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে হওয়া নিগ্রহ রোধে প্রশাসনিক স্তরে সহযোগিতা। ৩. সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নারী পাচার চক্রকে কিভাবে চিহ্নিত ও ধ্বংস করা যায়, তা নিয়ে পরিকল্পনা।

জিন্নার আলী জানান, "এই বৈঠকে প্রশাসনের তরফে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছে। আমরা রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় দ্রুত ও ফলপ্রসূ পদক্ষেপ গ্রহণ করব। ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আমাদের প্রতিনিধিরা সচেতনতা ও উদ্ধার কাজ করছেন। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, আর কোনো মা-বাবার চোখে যেন অশ্রু না ঝরে।"

এই বৈঠককে কেন্দ্র করে আশা করা হচ্ছে, রাজ্য তথা দেশের নারী সুরক্ষা এবং পাচার প্রতিরোধে নতুন দিশা মিলবে।

রাজ্যে করোনায় আরও এক বৃদ্ধের মৃত্যু, দেশে আক্রান্ত ৬৮১৫ উদ্বেগ বাড়ছে বাংলায়ও

খোঁজখবর, নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। আলিপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ৭৪ বছর বয়সী এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে, যিনি হাওড়ার সাঁকরাইলের বাসিন্দা ছিলেন। হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে, ওই বৃদ্ধ করোনা আক্রান্ত হলেও তাঁর একাধিক শারীরিক সমস্যা ছিল এবং মৃত্যুর কারণ শুধু করোনা নয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্য দফতরকে বিষয়টি জানিয়েছে। গতকাল তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল এবং আজ তার মৃত্যু হয়। এই নিয়ে রাজ্যে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩ জন। দেশজুড়ে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ

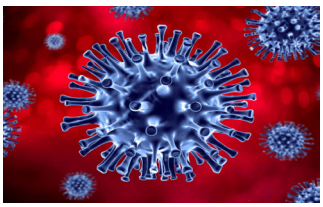

এদিকে, দেশজুড়ে করোনা সংক্রমণের গ্রাফ আবারও ঊর্ধ্বমুখী। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আক্রান্তের সংখ্যা ৬৪৯১ থেকে বেড়ে হয়েছে ৬৮১৫ জন, অর্থাৎ নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন আরও ৩২৪ জন।

১. কর্ণাটক: আক্রান্তের সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা গেছে কর্ণাটকে। গত ২৪ ঘণ্টায় সেখানে নতুন করে ১৩৬ জন আক্রান্ত হয়েছেন, মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৪২৩ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৫৯ জন।

২. গুজরাট: দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে গুজরাট। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ৯৮০ জন থেকে বেড়ে হয়েছে ১১০৯ জন, অর্থাৎ গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১২৯ জন। উদ্বেগ বাড়ছে পশ্চিমবঙ্গেও

৩. পশ্চিমবঙ্গ: তৃতীয় স্থানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, যেখানে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ফের বেড়ে ৭০০ ছাড়িয়ে গেছে। রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা ৬৯৩ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৪৭ জন, অর্থাৎ গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৫৪ জন।

৪. দিল্লি: দিল্লিতে আক্রান্তের সংখ্যা কমেছে। ৭২৮ জন থেকে কমে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৯১ জন, অর্থাৎ গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৭ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

৫. মহারাষ্ট্র: মহারাষ্ট্রেও আক্রান্তের সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে। ৬০৭ জন থেকে বেড়ে হয়েছে ৬১৩ জন, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন আক্রান্ত ৬ জন।

৬. উত্তরপ্রদেশ: উত্তরপ্রদেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২২৫ জন, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আক্রান্তের সংখ্যায় কোনো পরিবর্তন হয়নি।

৭.তামিলনাড়ু:তামিলনাড়ুতে আক্রান্তের সংখ্যা ২১৯ জন থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ২০৭ জন, গত ২৪ ঘণ্টায় ১২ জন কমেছেন।

বর্তমান পরিস্থিতি আবারও করোনা মোকাবিলায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার গুরুত্ব তুলে ধরেছে।

নন্দীগ্রামে ফের বিজেপিতে ভাঙন, যোগদান তৃণমূলে

খোঁজখবর সংবাদদাতা; নন্দীগ্রামঃ ২৪ ঘন্টার ব্যবধানে নন্দীগ্রামে ফের বিজেপিতে ভাঙন। বুধবার রাতে নন্দীগ্রামের সোনাচূড়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয় থেকে এলাকার দাপুটে বিজেপি নেতা ঘনশ্যাম পাত্র সহ বেশ কয়েকজন তৃণমূলে যোগদান করেন। তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক জয়দেব দাসের হাত ধরে এদিন এই যোগদান হয়। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার নন্দীগ্রাম- ২ ব্লকে জেলা সভাপতি সুজিত রায়ের হাত ধরে বিজেপি

সম্পাদকীয়

হাতের কাজেই স্বনির্ভরতা!

গৃহস্থালীর কাজের ফাঁকে টিভি সিরিয়াল বা মোবাইল রিলিস দেখা দৈনন্দিন রুটিন অধিকাংশ গৃহবধূদের। কিন্তু আজ এই এলাকার সেই ছবিটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। গৃহবধূরা অবসর সময়কে কাজে লাগিয়ে, তাদের হাতের স্পর্শে তৈরি হচ্ছে শিল্প, আর সেই শিল্পের হাত ধরেই আসছে আর্থিক স্বচ্ছলতা। খণ্ডঘোষ ব্লকের বোয়াইচন্ডি গ্রামের ময়রা পাড়ার 'সিস্টার নিবেদিতা' স্বনির্ভর গোষ্ঠী এক নীরব বিপ্লব ঘটিয়ে চলেছে, তা বলা যেতেই পারে।

বোয়াইচন্ডির স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা হস্তশিল্পের কাজের মাধ্যমে গড়ে তুলছেন আর্থিক স্বচ্ছলতা।

পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের বোয়াইচন্ডি গ্রামের ময়রা পাড়ার এক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে 'সিস্টার নিবেদিতা' নামক এই গোষ্ঠীর গৃহবধূরা গৃহকর্ম সামলে অবসর সময়কে কাজে লাগিয়ে হস্তশিল্প পণ্য প্রস্তুত করে হয়ে উঠছেন আর্থিকভাবে স্বনির্ভর।

জানাগেছে ২০১৭ সালে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর থেকেই এই মহিলারা নিয়মিতভাবে বিভিন্ন সৃজনশীল হস্তশিল্প পণ্য তৈরি করে চলেছেন। পাট, রং, আঠা, দড়ি সহ নানা কাঁচা মাল ব্যবহার করে তারা তৈরি করেন পাটের ব্যাগ, গহনার বাক্স,সহ অন্যান্য ঘর সাজানোর নানা জিনিসপত্র।

এই সব পণ্য তারা বাজারজাত করেন এবং বিভিন্ন হস্তশিল্প মেলায় তারা অংশ গ্রহণ করেন। যেখানে তাদের তৈরি সামগ্রী ক্রেতাদের নজর কাড়ে। নিজেদের তৈরি জিনিস বিক্রি করে তারা যেমন নিজস্ব আয়ের পথ খুঁজে পেয়েছেন, তেমনি গড়ে তুলেছেন সামাজিক মর্যাদাও।

এই উদ্যোগ শুধু তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা নয়, আত্মবিশ্বাস ও সম্মানও এনে দিয়েছে। বোয়াইচন্ডির এই মহিলারা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে ইচ্ছা ও পরিশ্রম থাকলে, স্বনির্ভরতার পথ অনেক রকমভাবেই তৈরি করা সম্ভব।

২৮ ঘড়া গঙ্গা জল, দেড় মন দুধ দিয়ে স্নান করানো হয় মাহেশের জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রাকে

হুগলি: স্নানযাত্রার সকালে মন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে বের করে আনা হয় জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রাকে। মন্দিরের বারান্দায় রাখা হয়।প্রভুকে দেখতে সকাল থেকেই প্রচুর মানুষের সমাগম হয় মহেশে।মঙ্গলা আরতির পর পহন্ডি যাত্রা সহকারে সকাল সাতটার সময় প্রভুকে বেদী থেকে নিয়ে আসা হয় মন্দির সংলগ্ন স্নান মঞ্চে এর পর দেড়মণ দুধ ও ২৮ ঘরা গঙ্গাজল দিয়ে স্নান করানো হয় বিগ্রহকে।প্রথমে তোলা হয় নারায়ণ শিলা, সুভদ্রা,বলভদ্র সবশেষে ওঠেন জগতের নাথ জগন্নাথ। এরপর প্রভু জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রা কে বিভিন্ন বেশের পোশাক পড়ানো হয়। প্রথমে হয় অবকাশ বেশ, তারপর হয় স্নান বেশ। বিভিন্ন তীর্থের জল থেকে শুরু করে পঞ্চগব্য, পঞ্চমৃত ,বিভিন্ন তৈল, রত্নবকায় পুষ্প দখায়, ধাতু দখায় সহ দ্বাদশ মৃত্তিকা দ্বারা মহাপ্রভুকে মহা অভিষেক করা হয়। দুপুর ১২:১০ মিনিটে মহাযোগের পূর্ণ স্নান অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ ঘরা গঙ্গাজল , দেড়মণ দুধ দিয়ে প্রভুকে স্নান করানো হয়। এরপরে মহাপ্রভু গজবেশ ধারণ করেন। সারাদিন ভক্তদের মাঝে থাকেন জগন্নাথ দেব। পুজোর পর তাকে মন্দিরে রাখা হয়। কথিত আছে এই স্নানের পর ধুম জ্বর আসে জগন্নাথের। তাই সন্ধ্যার পর থেকেই মন্দির বন্ধ রেখে সেবা শুশ্রুষা করা হয় তাদের। কবিরাজের পাঁচন খেয়ে সুস্থ হন। মূলতস্নানযাত্রারদিনকেবলাহয়প্রভুজগন্নাথদেবেরআবির্ভাবতিথি।স্নানযাত্রার১৫ দিন পর তাদের ফের বাইরে আনা হবে এবং ভক্তদের মাঝে ভোগ বিতরণ করা হবে। ওই দিন রথে চেপে মাসির বাড়ি যাবেন প্রভু জগন্নাথ দেব।

দৈনিক খোঁজ খবর
কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলা ই- পেপার

কৈয়র গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে গুইর গ্রামে নবনির্মিত মার্কেট কমপ্লেক্সের শুভ উদ্বোধন

এবাদত ইসলাম ঃ বর্ধমান জেলার কৈয়র গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গুইর গ্রামে নবনির্মিত একটি আধুনিক মার্কেট কমপ্লেক্সের আজ আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন হলো। ফিতা কেটে এই কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলাম ও জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৈয়র গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শাহজাহান মন্ডল সহ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্যান্য আধিকারিকরা।

জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলাম বলেন, "পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে এলাকাবাসীর সুবিধার্থে এই মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। এখন এলাকার বহু মানুষ এখানে ব্যবসা করে উপকৃত হবেন। স্থানীয় অর্থনীতিতেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।"

স্থানীয় বাসিন্দারা এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, দীর্ঘদিনের দাবি ছিল একটি পাকা মার্কেট কমপ্লেক্সের—অবশেষে তা বাস্তবায়িত হওয়ায় তারা অত্যন্ত খুশি। সরকারি এই প্রকল্পের মাধ্যমে শুধু ব্যবসায়িক পরিসরই বাড়লো না, সাথে তৈরি হলো নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও।

এই উদ্যোগে সরকারি ও পঞ্চায়েত স্তরের সমন্বিত প্রচেষ্টারই প্রতিফলন ঘটেছে, যা ভবিষ্যতে আরও উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করবে বলে আশা প্রকাশ করছেন এলাকার মানুষ।

চায়ের সাথে মাদক মিশিয়ে এক নার্সকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার চায়ের দোকানদার

খোঁজখবর, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রপুর : চায়ের সাথে মাদক মিশিয়ে বেহুঁশ করে এক নার্সকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়।আর এই ঘটনাটি ঘটেছে নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার গড়িয়া ষ্টেশন সংলগ্ন কয়লা পট্টির একটি চায়ের দোকানে।এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে। তাকে বুধবার নরেন্দ্রপুর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। দুজনেরই মোবাইল সহ ঘটনাস্থল থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একাধিক জিনিস। সমস্ত কিছু পরীক্ষা করে দেখছে পুলিশ।নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে গড়িয়া ষ্টেশন সংলগ্ন কয়লাপট্টি এলাকায় চায়ের দোকান আছে সোমনাথ পণ্ডার।

এই দোকানেই রাত্রি ১০টা নাগাদ চা খেতে যান ঐ নার্স।এছাড়া সোমনাথ পণ্ডার সাহায্যে তার স্বামীর কাছে টাকা পাঠানোর দরকার ছিল বলে ও জানায় নির্যাতিতা।তার স্বামী ভিনরাজ্যে কর্মরত। দোকানে বসে কথা বলার সময় চায়ের সাথে কিছু মিশিয়ে তাকে খাওয়ানো হয় বলে দাবি তার। বেহুঁশ হয়ে পড়েন তিনি। বেশ কিছু সময় অচৈতন্য অবস্থায় দোকানেই ছিলেন। যখন তার জ্ঞান ফেরে তখন দেখেন তিনি তার শরীরে পোষাক নেই। কোনও রকমে পোষাক খুঁজে তা পরে রাত্রি আড়াইটা নাগাদ পালিয়ে যান। ঘটনাটি তিনি তার পরিবারকে জানান। এই ঘটনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগের সাথে সাথেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।তাকে বুধবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। নির্যাতিতার শারীরিক পরীক্ষার পাশাপাশি আদালতে তার গোপন জবানবন্দির আবেদন করা হবে বলে জানা গিয়েছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ সূত্রে।

তৃণমূল নেতাকে দলীয় কার্যালয়ে বেধড়ক মার, জ্ঞান হারিয়ে হাসপাতালে ভর্তি — উত্তেজনা আরামবাগে!

আরামবাগে প্রকাশ্যদিবালোকে দুষ্কৃতী হামলার শিকার হলেন তৃণমূল নেতা। দলীয় কাজে অফিসে যাওয়ার সময় রড, লোহার পাইপ ও বন্দুকের বাট দিয়ে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ ওঠে কিছু দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়ে জ্ঞান হারান আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা কিসান ক্ষেত মজদুর তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শেখ নিয়াজুল।

ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার, আরামবাগ গৌরহাটি মোড় সংলগ্ন এলাকায়। আক্রান্ত নেতাকে তাঁর স্ত্রী ও পরিবার উদ্ধার করে ভর্তি করেন আরামবাগ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

তৃণমূল নেতা নিয়াজুলের অভিযোগ, দলের স্বার্থে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খোলার "মূল্য" তাকে দিতে হয়েছে এই হামলার মাধ্যমে। তিনি আরও বলেন, যারা এই হামলা চালিয়েছে, তারা দীর্ঘদিন ধরে তোলাবাজিতে যুক্ত।

ঘটনার পর এলাকাজুড়ে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তৃণমূল নেতার স্ত্রী জানিয়েছেন, এই ঘটনার বিষয়ে দ্রুত আইনি পদক্ষেপ নিতে তিনি আরামবাগ থানায় অভিযোগ দায়ের করবেন।

তবে এই হামলার পেছনে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব না কি অন্য কোনও কারণ রয়েছে, সে বিষয়ে এখনও কোনও নিশ্চিত তথ্য মেলেনি। অভিযুক্তদের তরফে এখনো পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এটা কি রাজনৈতিক গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, না কি পুরোটাই সুপরিকল্পিত চক্রান্ত? — আগামী সময়ই বলবে।

স্ত্রী মেয়েকে খুন করে আত্মহত্যার চেষ্টা স্বামীর!

খোঁজখবর, হুগলী : বুধবার সকালে হুগলীর হিন্দ মোটর ভদ্রকালী এলাকার একটি বাড়ি থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় তিনজনকে উদ্ধার করে পুলিশ।তাদের মধ্যে চার বছরের এক শিশু ও মহিলাকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে এবং গৃহকর্তা কাশীনাথ চ্যাটার্জিকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে উত্তর পাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় পরে তাকে মেডিকেল কলেজের স্থানান্তরিত করা হয়।

কাশীনাথ চ্যাটার্জির স্ত্রী পায়েল চ্যাটার্জি(২৫) ও মেয়ে অদ্রিতা চ্যাটার্জী(৪) কে মৃত অবস্থায় উত্তরপাড়া থানার পুলিশ উদ্ধার করে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধারালো ছুড়ি দিয়ে স্ত্রী ও মেয়ের গলা এবং শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাত করে নিজেও আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেন কাশীনাথ চ্যাটার্জি।পুলিশের প্রাথমিক অনুমান পারিবারিক অশান্তির কারনে এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। কাশিনাথ চ্যাটার্জি একটি কারখানায় কাজ করেন।বুধবার ভোরে নিজের ঘরে থাকা ফল কাটার ছুরি দিয়ে নিজের চার বছরের মেয়ে ও স্ত্রীকে খুন করে নিজে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেন বলে অনুমান পুলিশের। তবে কি কারণে এই পৈশাচিক হত্যার ঘটনা তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে চন্দননগর কমিশনারেটের পুলিশ।যদিও

রথযাত্রা থেকে যাত্রার নবযাত্রা : নবপালার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত অপেরাপাড়া

শক্তি চট্টোপাধ্যায় : শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব মহাপ্রভুর রথযাত্রা আসছে। রথযাত্রার দিনে রথের চাকা যেমন গড়ায়, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের যাত্রাদলগুলো তেমনি তাঁদের নতুন প্রযোজনার মহরৎ সূচনা করেন অর্থাৎ ওই শুভদিন থেকেই যাত্রাপালার চাকা গড়ায়। রথযাত্রা মানেই কলকাতার রবীন্দ্রসরণী বা চিৎপুরে সাজোসাজো রব। অতীত থেকে বর্তমান চিৎপুরের সেই একই অবস্থা। কলকাতার চিৎপুর, পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি-এগরা, হুগলির কামারপুকুর-আরামবাগে পেশাদার যাত্রাদল আছে। এছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, দুই বর্ধমানে ছোটো, মাঝারি ও বড়ো পেশাদার যাত্রাদল রয়েছে। সেখানেও সাজো-সাজো রব। তবে কলকাতার সুবিখ্যাত যাত্রাদল বলে একটা কথা প্রচলিত রয়েছে তাতে বোঝা যায় কলকাতার চিৎপুর-রবীন্দ্রসরণির যাত্রাদল আজও যাত্রাবন্ধু নায়েকদের কাছে ভীষণ প্রিয়। আজকাল তেমনটি আর টিকিটের যাত্রা বা সেল প্যাণ্ডেলের যাত্রা হয়না। ষষ্ঠী থেকে জ্যৈষ্ঠ পেশাদার যাত্রাদলগুলোর পালা মঞ্চস্থ করবার সময়। রীতি, ঐতিহ্য ও পরম্পরা মেনে অনেক যাত্রাদল ১৪৩১ সালের প্রযোজনাগুলোর ইতি টেনে দিয়েছেন। অর্থাৎ আর কোনোভাবেই কোনো পুজো, উৎসবে ১৪৩১ সালের প্রযোজনাটি বুকিং করতে পারবেন না। এবার অপেক্ষা করতে হবে ১৪৩২ সালের নতুন প্রযোজনার জন্য। ১৪৩২ সালের বিশ্বকর্মা পুজো কি শ্রাবণ সংক্রান্তির মনসাপুজোতেই নতুন প্রযোজনা নিয়ে অপেরাগুলো ময়দানে নেমে যাবেন। এখন চলছে দলবদলের পালা। চলছে অভিনেতা বেচাকেনা। ফুটবল দলগুলোতে যেমন চলে। কোন অপেরা কোন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিজেদের অপেরায় নিয়ে এসে নিজেদের অপেরাকে শক্তিশালী করতে পারলেন চলছে তার প্রতিযোগিতা। চলছে পাকা চুক্তিতে সই-সবুদের কাজ। চলছে মন কষাকষি। তবে এই সময়টা বিষণ্ণতায় ভরে থাকে রবীন্দ্রসরণীর গোটা গদিঘরগুলো। বিষণ্ণ থাকেন অভিনেতা-অভিনেত্রী সবাই। কারণ এক বছর ধরে প্রতি রাতে অভিনয়ের আড়ালে প্রিয় চরিত্রগুলোকে ত্যাগ করতে হয়। বড্ড যন্ত্রণার সেই ত্যাগ। ধরতে হয় নতুন পালা আর নতুন চরিত্রকে। বর্তমান যাত্রাদলের ঐতিহাসিক জুটি অনল চক্রবর্তী ও কাকলি চৌধুরী তেমনটিই শোনালেন। বহু বয়স হয়ে গেল বাংলার প্রাচীন যাত্রাপালার। 'যাত্রা- শব্দটির চল চৈতন্য মহাপ্রভুর যুগে হলেও যাত্রা যার পূর্বনাম ছিল লোকনাট্য তা বহু প্রাচীন। নাট্যাচার্য্য শিশির কুমার ভাদুড়ী মনে করিয়ে দিয়েছিলেন-'আমাদের জাতীয় নাট্য বলিয়া যদি কিছু থাকে তাহাই যাত্রা।' একটি প্রবন্ধে পড়ছিলাম (ড. তপন বাগচীর 'বাংলায় অভিনয় চেতনার উন্মেষ ও যাত্রাগানের উদ্ভব') বেদ সৃষ্টির পরেই ঋকবেদ থেকে পাঠ্যবস্তু, সামবেদ থেকে গান, যজুর্বেদ থেকে অভিনয় এবং অথর্ব বেদ থেকে রস নিয়ে স্বয়ং ব্রহ্মা লিখে ফেলেন 'চতুর্বেদাঙ্গসম্ভব' দৃশ্যকাব্য। দৃশ্যকাব্য অভিনয় যা লোকনাট্যের প্রথম প্রয়োগ। 'অভি' কথার অর্থ সম্মুখে আর 'নী' কথার অর্থ উপস্থাপন করা। প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে শূদ্রদের অধিকার রক্ষার জন্য ব্রহ্মা এই দৃশ্যকাব্য লিখেছিলেন। বেদ থেকে উৎপত্তি বলেই এটিকে বলা হত নাট্যবেদ বা পঞ্চম বেদ। দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মাকে পঞ্চমবেদ 'চতুর্বেদাঙ্গসম্ভব' নাট্যবেদটিকে আচার্য ভরতের হাতে প্রদান করতে অনুরোধ করেন। আচার্য ভরতকে তাঁর শতপুত্রকে নিয়ে এই দৃশ্যকাব্যকে প্রয়োগ করতে বলেন। ব্রহ্মার নির্দেশে মহেন্দ্র বিজয় উৎসব উপলক্ষ্যে এই নাট্যবেদ অভিনয় করেন বা প্রয়োগ করেন। এখান থেকে যে পালা প্রথম অভিনীত হয় তার নাম 'দেবাসুরসংগ্রাম'। দ্বিতীয় পালা 'অমৃত সন্ধান' তৃতীয় পালা 'ত্রিপুরাদাহ'। তারপর 'ভাস', 'শূদ্রক' আরও কত কি! এইভাবে একটির পর একটি পালা অভিনয় করেন আচার্য ভরতরা। সময়টা খ্রীঃ পূর্ব ৫ম থেকে ১১ শতকের মধ্যে। এবার যাত্রাপাড়ার কিছু কথা। অগ্রগামী যাত্রা কোম্পানীর ১৪৩১ সালের যাত্রাপালা 'শেষ দেখা হয়নি' ১৪৭ রজনীর পর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কলাকুশলী সবার ছুটি হয়ে গিয়েছে। এবার একটু নিরিবিলি বিশ্রাম দরকার। ১৪৩২ সালের পালা লিখেছেন অনল চক্রবর্তী। পালার নাম 'সেই হারানো সুর'। রথের পরপরই পুরোদমে মহড়া শুরু হয়ে যাবে। এখন ফুরসৎ। পরিবার পরিজনদের নিয়ে একটু বেড়িয়ে নেওয়া। ১৪৩২ সালে রবীন্দ্রসরণীর প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাটটির যাত্রাপালার দল তৈরি হয়ে গিয়েছে। জগন্নাথপ্রভুর রথযাত্রা থেকেই তাদেরও মহড়া আরম্ভ হবে। এখন চিৎপুর যাত্রাপাড়ায় চলছে সাজো সাজো রব। ১৪৩২ সালের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য যাত্রা ও যাত্রাদল হল : মুক্তলোক অপেরার 'আমি কলিকালের মহাকাল'। রোমিও চৌধুরী প্রধান অভিনেতা এই দলে। রোমিও চৌধুরী বিশিষ্ট অভিনেত্রী কাকলি চৌধুরীর ভাই। শ্রীচৈতন্য অপেরার এবারে প্রযোজনা উৎপল রায়ের 'ঘুম কেড়েছে ফুলকুমারী'। অভিনয়ে আসছেন রুমা দাশগুপ্ত, অনন্যা, অমিতকান্তি ঘোষ। তপোবন নাট্য কোম্পানী নিয়ে আসতে চলেছেন নীলকমল চট্টোপাধ্যায়ের 'বজরঙ্গি ভাইজান শিকারি শয়তান' পালাটি। অভিনয়ে রয়েছেন কুমার অনুভব এবং নীলকমল চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং। সত্যরঞ্জন অপেরা নিয়ে আসতে চলেছেন নীলকমল চট্টোপাধ্যায় রচিত 'রণক্ষেত্রে সে রণরঙ্গিনী' পালা। এই পালায় মৌসুমী চ্যাটার্জিকে নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাবে। গত এক বছর অভিনয় থেকে দূরে সরে ছিলেন এই জনপ্রিয় অভিনেত্রী। এবার অনীক ব্যানার্জিকে দেখা যাবে প্রভাস অপেরার চমকপ্রদ পালা 'আমি ভিনদেশী বহুরূপী'-তে। পালাটির রচনাকার অনীকবাবু নিজেই। স্বর্ণাঞ্জলি অপেরার ১৪৩২ সালের নিবেদন হতে চলেছে মঞ্জিল ব্যানার্জির 'এবার প্রলয় আসছে'। অভিনয়ে থাকছেন কুমার সঞ্জু, সুস্মিতা, তিতলি রায়, ঋত্বিক। আনন্দলোক অপেরার পালা কুমার কিশলয় রচিত 'পাপকে সাজা দিতে পুণ্য আসছে'। অভিনয়ে থাকছেন জিনিয়া, মিস প্রতিজ্ঞা, চন্দন হাটি। রাজেশ্বরী অপেরার আগামী প্রযোজনা অনীক ব্যানার্জি রচিত 'ডাকাত রাণী জয় ভবানী'। অভিনয় করবেন অঙ্কিতা ভট্টাচার্য, মেহো কার্ত্তিক। নন্দী কোম্পানীর নিয়ে আসছেন উৎপল রায়ের কাহিনীতে 'আমি রাজপথের রাজকন্যা'। অভিনয়ে পূবালী বসু, তুষার পাল। রাজদীপ অপেরার বাবলি ভট্টাচার্য রচিত পালা 'সাবধান আসছে তুফান'। অভিনয়ে থাকছেন প্রেমজিৎ। আনন্দবীণা অপেরার আসছে প্রযোজনা 'সেলাম মেমসাহেব'। অভিনয়ে থাকছেন সুদীপ্তা। অগ্নিদেব অপেরা নিয়ে আসছেন ভোলানাথ রায় রচিত ভিখারীর ঘরে ভাগ্যলক্ষ্মী' পালা। অভিনয়ে সপ্তপর্ণা, জয়ন্ত কুমার। দেবাঞ্জলি অপেরা নিয়ে আসছেন পালা 'অকাল বোধনের বাজনা'। মঞ্জিল ব্যানার্জির কাহিনীতে অভিনয়ে থাকছেন পিয়ালী বসু। আনন্দবাসর অপেরা উৎপল রায় রচিত 'শ্মশানের বুকে সূর্যমুখী' পালাটি নামাচ্ছেন। অভিনয়ে থাকছেন তাপসী মুন ও রাজু বড়ুয়া। অগ্নিদ্বীপ অপেরার আগামী পালা 'শ্রাবণের বুকে বৈশাখীর ঝড়'। অভিনয়ে যুবরাজ চক্রবর্তী ও মিস মিঠু। রত্নদীপ অপেরার আগামীর পালা মঞ্জিল ব্যানার্জির 'একালের মহাভারত'। অভিনয়ে থাকছেন প্রদীপ কুমার। অগ্নিবীণা অপেরার আগামী প্রযোজনা 'সিংহবাড়ীর রাজাবাবু, স্বর্ণদীপ অপেরার প্রযোজনা 'নারী আমি খেলনা নই', মহামায়া নাট্য নিকেতনের 'শেষ গল্পের সেই মেয়েটি', বঙ্গভূমি অপেরার 'অমাবস্যায় চাঁদের আলো', মনোনিকা অপেরার 'জীর্ণ সমাজের জলছবি', ভারততীর্থ অপেরার 'কলির কেষ্ট কালিচরণ', মাতৃবন্দনা অপেরার 'বউ বিক্রির বিজ্ঞাপন', বিশ্ববাংলা অপেরার 'ভালোবাসার শেষ ঠিকানা', শ্রী অপেরার 'মেঘের আড়ালে মেঘনাদ', দেবীপল্লী যাত্রা সংস্থার 'রাত্রির চোখে ঘুম নেই', নাট্যমঞ্জুরী অপেরার 'বউ বাঘিনী স্বামী খুনি', পরশমণি যাত্রা ইউনিটের 'যথা ধর্ম তথা জয়', বিশ্বশ্রী অপেরার 'শয়তানের সাম্রাজ্যে বহ্নিশিখা', স্টার আনন্দ অপেরার 'আমি জলসাঘরের জল্লাদ', বিশ্ববীণা অপেরার আগামী প্রযোজনা ডাঃ তাপস কুমার রায় রচিত যাত্রার বর্তমান অন্যতম জনপ্রিয় জুটি দীপ ও জিনা অভিনীত 'তুমিই আমার শেষ ঠিকানা'। গন্ধর্ব অপেরার 'জীবন যুদ্ধে জীবন্ত জানোয়ার', শিল্পী ভারতী অপেরার 'দেবী যাবে মর্গে জানোয়ার যাবে স্বর্গে', নিউ ভারতজয়ী অপেরার 'বৃদ্ধাশ্রমের শেষ চিঠি'। এই পালাতে প্রবীণ অভিনেতা রাজেশ ভট্টাচার্যকে দেখা যাবে। জি বাংলা অপেরার 'মানুষ ভগবান বিবেক শয়তান', রাজনন্দিনী অপেরার 'মুখোশের আড়ালে মানুষ', গান্ধারী অপেরার 'মনের মাঝে থাকবে তুমি', কল্যাণী অপেরার 'সংসার আদালতে সত্যের বিচার', সুকান্ত অপেরার 'মানুষ কাঁদে মানুষের জন্য', গিরিশ অপেরার 'সংসার মন্দিরে কাঁদছে ঈশ্বর', বিশ্বশ্রী অপেরার 'শয়তানের সাম্রাজ্যে বহ্নিশিখা', বিষ্ণুলোক অপেরার 'দুই পৃথিবী'। সোনার বাংলা যাত্রা সংস্থার আগামী নিবেদন বাবলি ভট্টাচার্যের 'মাননীয় হেডমাস্টার মশাই'। অভিনয়ে থাকছেন বাবলি ভট্টাচার্য, রুম্পা ভদ্র প্রমুখ। এই প্রবন্ধ লেখা অবধি বহু জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রী, নায়ক-নায়িকা যেমন কুমার রোহন, নীলাদ্রি দাস, তাপস চ্যাটার্জি, তিতলি, সুদীপ্ত রায় ইত্যাদিদের ১৪৩২ সালের পালা এখনও আমার নজরে আসেনি। ১৪৩২ সালের যাত্রাদলের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নাম এখনও সম্পূর্ণ জানা যায়নি। দলবদল চলছে। প্রত্যেকটি দলে নতুন নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সংযোজিত হবেন। রথযাত্রার সময় সমস্ত দল মোটামুটি গঠিত হয়ে যাবে। বহু যাত্রাদল ১৪৩২ সালে বহু ভালো ভালো যাত্রাপালা নিয়ে আসবেন। বিভিন্ন অপেরাতে রথের দিন থেকেই শুরু হয়ে যাবে 'সুরভাঙা'। অতীত ঐতিহ্য ও পরম্পরা মেনে প্রথম দিন সুর দেওয়াকে 'সুরভাঙা' বলা হয়। রথের দিন থেকেই শুরু হবে বায়না নেওয়া। বর্তমানে যাত্রাপালা গ্রাম-বাংলার লোকসংস্কৃতির পরব-উৎসবে ভীষণ জনপ্রিয় হয়েছে যাত্রাপালা। লক্ষ্য করা গিয়েছে শ্রাবণের সংক্রান্তির মনসাপুজোতেই অনেক দল নতুন পালা মঞ্চস্থ করে ফেলেন। বর্তমানে ঐতিহাসিক যাত্রাপালা কমে গিয়েছে। পৌরাণিক যাত্রাপালা সে-ও হাতে গোনা। কামারপুকুরের গণেশ অপেরা অবশ্য পৌরাণিক পালা নিয়ে আসেন। এছাড়াও পেশাদার যাত্রাদলগুলো ঐতিহাসিক পালা মঞ্চস্থ না করলেও শৌখিন দলগুলো ঐতিহাসিক পালা মঞ্চস্থ করেন। এই মুহূর্তে একদিকে যেমন অপেরাগুলোর চরম ব্যস্ততা। অপরদিকে অধিকাংশ কলাকুশলীদের দল থেকে ছুটি হয়ে গিয়ে শুরু হয়েছে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো। যাত্রাপালা শুরু হয়ে গেলে পরিবার ছেড়ে মাসের পর মাস বাইরে-বাইরে থাকতে হয়। সন্তানের লেখাপড়ার বিষয়টুকুও দেখার সুযোগ মেলেনা। ভীষণ কষ্টের পেশা। আবার এক বছর ধরে একটি চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে থেকে তাকে চিরতরে ত্যাগ করার যন্ত্রণাও বড্ড কষ্টের। যাত্রার বর্তমান মহানায়িকা মাটির নক্ষত্র ঐতিহাসিক জুটির অংশীদার কাকলি চৌধুরীর আক্ষেপ সেটাই। চরিত্রটিকে ছাড়তে বড্ড কষ্ট। তাই কষ্ট ভুলতে বাইরে পরিবার নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে পড়া। রথের পর থেকে আবার এক নতুন চরিত্রকে ধীরে ধীরে আত্মস্থ করা । এটাই যাত্রার জীবন।

মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভার ভাষণ নিয়ে বই

এক পাতার পর

ভাষণগুলিতে অনুমোদন দেবেন, সেগুলিই বইতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বিধানসভার গ্রন্থাগার কমিটির উদ্যোগেই এই বইটি প্রকাশ করা হচ্ছে। রাজনৈতিক তাৎপর্য বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভার ভাষণ নিয়ে বই প্রকাশের উদ্যোগকে রাজনৈতিক মহল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে। ২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদল ঘটিয়ে প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর ২০১৬ এবং ২০২১ সালের নির্বাচনেও তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল জয় লাভ করে। টানা তৃতীয়বারের মতো রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন তিনিই। তাঁর আমলেই লক্ষ্মীর ভান্ডার, কন্যাশ্রী, সবুজশ্রী, স্বাস্থ্যসাথীর মতো একাধিক সামাজিক প্রকল্প চালু হয়েছে, যা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই বই প্রকাশের মাধ্যমে কার্যত তৃণমূল জমানায় রাজ্যে সাধিত উন্নয়নের একটি খতিয়ান তুলে ধরা হবে, যা আসন্ন নির্বাচনের আগে দলের জন্য ইতিবাচক বার্তা বয়ে আনবে। এই প্রকাশনা তৃণমূল সরকারের জনমুখী কাজ এবং মুখ্যমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বের একটি প্রামাণ্য দলিল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

ঝর্ণা ভট্টাচার্য কর্তৃক হাতে টানা রিকশাচালকদের সংবর্ধনা

পারিজাত মোল্লা, লায়ন্স ক্লাব অফ কলকাতা ম্যাগনেটসের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা ঝর্ণা ভট্টাচার্য, পুরনো রিকশাচালকদের সাথে রাস্তায় ষষ্ঠী উদযাপন করেছেন।

ঝর্ণা, সঙ্গীতা দাস, ডঃ শানোলি রায় এবং সামাজিক প্রভাবশালী আশিস বসাকের মতো অন্যান্য লায়ন্স ম্যাগনেটের সাথে, হাতে টানা রিকশাচালকদের উপহার এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র হস্তান্তর করেছেন।

ঝর্ণা একজন বিশিষ্ট কবি, গীতিকার এবং সমাজকল্যাণ কর্মী।

তিনি দৃঢ়ভাবে মনে করেন হাতে টানা রিকশাচালকরা কলকাতার ঐতিহ্যের অংশ এবং তাদের যথাযথ যত্ন এবং সহায়তা দেওয়া উচিত। গ্রাহকদের হাতে টানা হলেও রিকশা ব্যবহার করতে হবে এবং তাদের ন্যায্য উপার্জনের মাধ্যমে তাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করতে হবে।

২২টি প্রতারণা মামলায় অভিযুক্ত 'টাওয়ার বসানোর মাস্টারমাইন্ড' চন্দন পাকড়াশি গ্রেফতার, কোতুলপুর পুলিশের বড় সাফল্য

খোঁজখবর, বলরাম চক্রবর্তী, কোতুলপুর: টাওয়ার বসানোর নাম করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত চন্দন পাকড়াশি অবশেষে ধরা পড়ল কোতুলপুর পুলিশের জালে। অভিযোগ, ২০১৯ সালে কোতুলপুরের বাসিন্দা অমিতাভ পাত্রের কাছ থেকে টাওয়ার বসানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রায় ৪ লক্ষ টাকারও বেশি আত্মসাৎ করে এক প্রতারকচক্র।

২০২৪ সালের মার্চ মাসে অমিতাভবাবু বুঝতে পারেন, তিনি প্রতারিত হয়েছেন। এরপর তিনি কোতুলপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই মামলার তদন্তে উঠে আসে এই প্রতারণা চক্রের মূল পান্ডা হল চন্দন পাকড়াশি, যে দীর্ঘদিন ধরে আত্মগোপন করে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল।

কোতুলপুর থানার তদন্তকারী অফিসার একটি বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করে, সোর্স ইনফরমেশন ও ডিজিটাল প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে গত দুই মাস ধরে বারংবার অভিযান চালান। অবশেষে ১০ জুন উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত থানা এলাকা থেকে চন্দন পাকড়াশিকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চন্দনের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন থানায় ২২টিরও বেশি প্রতারণার মামলা রয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে পলাতক। তাকে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে আদালত ছয় দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়।

কোতুলপুর থানার এই সাফল্যে গর্বিত কোতুলপুরবাসী। বহুদিনের চেষ্টায় পুলিশের এই বড়সড় সাফল্য নিঃসন্দেহে প্রতারণা চক্রের বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করছে জেলা পুলিশ প্রশাসন।

ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে টায়ারের দোকানে অভিযান: পূর্ব বর্ধমানের বেলকাশ এলাকায় পরিদর্শন

খোঁজখবর, কৃষ্ণ সাহা,পূর্ব বর্ধমান: বর্ষা শুরুর আগেই ডেঙ্গু মোকাবিলায় কোমর বেঁধে নেমেছে পূর্ব বর্ধমান জেলা স্বাস্থ্য দফতর। মশা বাহিত এই রোগ নিয়ন্ত্রণে আনতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি, মশার বংশবৃদ্ধি রোধে সম্ভাব্য স্থানগুলিতে নজরদারি শুরু হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলার নবাবহাট, ঝিঙ্গুটি, কেশবগঞ্জচটি সহ বেলকাশ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার টায়ারের দোকানগুলোতে পরিদর্শন চালানো হয়।

এই গুরুত্বপূর্ণ পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: জয়রাম হেমব্রম এবং পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়। বর্ধমান-১ পঞ্চায়েত সমিতির তত্ত্বাবধানে

বেলকাশ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়। টায়ারের দোকানে ফেলে রাখা পুরোনো টায়ারগুলিতে বৃষ্টির জল জমে ডেঙ্গু মশার লার্ভার আদর্শ প্রজনন ক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই বিষয়টি মাথায় রেখেই স্বাস্থ্য আধিকারিকরা দোকানদারদের সচেতন করেন এবং জল জমার সম্ভাব্য স্থানগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশ দেন। ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সকলের সহযোগিতা নিশ্চিত করতে এই ধরনের পরিদর্শন কর্মসূচি আগামী দিনেও জারি থাকবে বলে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে।

নিশ্চিন্তপুর হাই মাদ্রাসায় সাইবার অপরাধ, বাল্যবিবাহ ও নারী পাচার রোধে সচেতনতামূলক কর্মসূচি

খোঁজখবর, কৃষ্ণ সাহা, পূর্ব বর্ধমান:- পূর্ব বর্ধমান সাইবার ক্রাইম থানার উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাড়ানো হলো ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষার জ্ঞান।

বুধবার খণ্ডঘোষ থানার অন্তর্গত নিশ্চিন্তপুর হাই মাদ্রাসায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, যা তাদের ব্যক্তিগত জীবন এবং সামাজিক সুরক্ষায় সহায়ক হবে।

উক্ত কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, বাল্যবিবাহ ও নারী পাচার রোধের মতো স্পর্শকাতর বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়াও, বর্তমান সমাজের এক অন্যতম বড় সমস্যা, অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান সাইবার অপরাধ ও অনলাইন জালিয়াতি সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। কীভাবে সাইবার ফাঁদ থেকে নিজেদের রক্ষা করা যায় এবং অনলাইন লেনদেনে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, সে বিষয়েও শিক্ষার্থীদের অবগত করানো হয়। পূর্ব বর্ধমান সাইবার ক্রাইম থানার আধিকারিকরা এই সমগ্র কর্মসূচিটি পরিচালনা করেন, যা শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়গুলিকে সহজবোধ্য করে তোলে। তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। অনুষ্ঠানে নিশ্চিন্তপুর হাই মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকরা সহ খণ্ডঘোষ থানার ওসি অনুপ দে উপস্থিত ছিলেন এবং কর্মসূচির সফল আয়োজনে সহায়তা করেন।

এই ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচির গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ এটি তরুণ প্রজন্মকে সমাজের বিভিন্ন বিপদ সম্পর্কে অবগত করে এবং তাদের আত্মরক্ষার কৌশল শেখায়। আগামী দিনে বর্ধমান সদর দক্ষিণ মহকুমার অন্যান্য থানাগুলিতেও এই ধরনের ফলপ্রসূ সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হবে বলে জানা গেছে, যা সমাজের সামগ্রিক সুরক্ষায় এক ইতিবাচক পদক্ষেপ।

দিঘায় রথযাত্রার প্রস্তুতি

এক পাতার পর

বৈঠকে থাকতে পারেন বলে জানা গেছে। দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে বর্ণাঢ্য স্নানযাত্রা আজ, স্নানযাত্রার পুণ্য তিথিতে দিঘার নবনির্মিত জগন্নাথ মন্দিরে পালিত হচ্ছে বর্ণাঢ্য স্নানযাত্রা উৎসব। স্নানযাত্রার আগে জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রার সারা শরীরে তুলসী লেপন করা হয়। প্রথমে সুদর্শন চক্র, তারপর বলরাম, সুভদ্রা মহারানী এবং সবশেষে প্রভু জগন্নাথকে মূল মন্দির থেকে বের করে স্নান মণ্ডপে আনা হয়। মন্দিরের বাম দিকে তৈরি করা হয়েছে সুসজ্জিত স্নান মণ্ডপ, যা বিভিন্ন ধরনের ফুল ও গাছ-গাছালি দিয়ে অপরূপভাবে সাজানো হয়েছে। দূর থেকেও দর্শনার্থীরা যাতে জগন্নাথের স্নানযাত্রা দর্শন করতে পারেন, সেই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সকাল এগারোটা নাগাদ স্নান মণ্ডপে শুরু হয় স্নানযাত্রা পর্ব। ১০৮টি তীর্থক্ষেত্রের জলে কাঁচা দুধ, আতর এবং চন্দন মিশিয়ে তিনটি বিগ্রহকে সিল্কের কাপড় দিয়ে আবৃত করে স্নান করানো হয়। এই সময় চলে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ, কীর্তন এবং শঙ্খধ্বনি। স্নানের পর ১০৮টি তুলসী পাতা জগন্নাথের চরণে অর্পণ করা হয়। এরপর তাঁদের পুনরায় পাহাণ্ডি বিজয়ের মাধ্যমে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে জগন্নাথ দেব ও বলরামকে গজবেশ এবং সুভদ্রা দেবীকে পদ্মবেশে সজ্জিত করা হয়। অর্পণ করা হয় গোলাপ ফুল সহ পাঁচ রকমের ফল। গজবেশ ও পদ্মবেশের এই বিশেষ পোশাক ইসকনের এক ভক্ত তৈরি করে মন্দিরে এনেছেন। ইসকনের সহ-সভাপতি রাধা রমণ দাস জানিয়েছেন, সমস্ত আচার মেনেই আজ দিঘার মন্দিরে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা সম্পন্ন করা হবে। বিশেষ পুরোহিতরা এই কাজে ব্রতী থাকবেন। অনসর পর্ব ও রথযাত্রা আজকের স্নানযাত্রার পরেই শেষবারের মতো ভক্তরা জগন্নাথ দর্শন করতে পারবেন। এরপর ১৫ দিন ধরে চলবে অনসর পর্ব, যেখানে আয়ুর্বেদিক পাঁচন সেবনের মাধ্যমে জগন্নাথ সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে বিশ্বাস করা হয়। আগামী ২৬ তারিখ, ১৫ দিন পর প্রভু জগন্নাথ আবারও সকলের সামনে আসবেন এবং তার পরদিনই শুরু হবে মহাপ্রভুর রথযাত্রা।

ARO
Asiatic Research Organisation
(under Ministry of Corporate Affairs)
Affiliated to NITI Aayog, Government of India

Analysts, Research & Movement on

- Anti-Trafficking
- Human Rights
- Politics
- Administrative
- Child Rights
- Civil Rights
- Hermaphrodite Rights and Protection

www.arogovt.in connect@arogovt.in

Owner & published by Sk Jinnar Ali ,on behalf of Khonjkhobor Media Network Pvt ltd . Publish at 1701 Madurdaha, Kolkata-107 , Editor: SK Jinnar Ali , Sub -Editor: Krishna saha.
Email : khonjkhobornews@gmail.com , Contact: 09876641563 / 9775728465